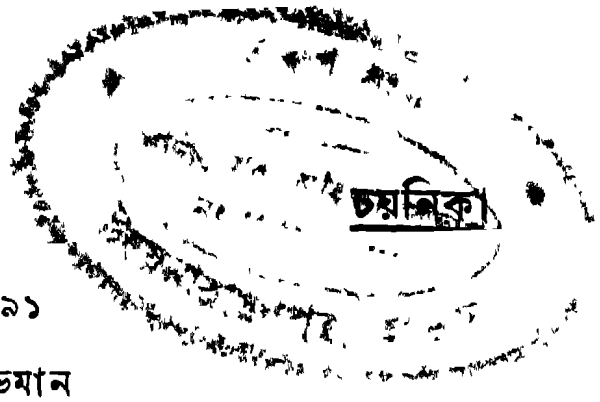

৯১

বংশগর্ব্বজাত অভিমান
এ সব খেয়াল ভোলো।
বোজগাবের পথ হাজার আছে
সেই পথ ধরে চলো ॥

৯২

ছেলেকাল থেকে না শিখলে
কাজ শেখা ত যায় না।
শরীবটাকে না খাটালে
খাটবার অভ্যাস হয় না ॥

৯৩

আবও তো আছে অনেক দেশ
আছেও অনেক জাত।
ধন সম্পদেও বড় কত
দানেও মুক্ত হাত ॥

৯৪

তাদেব কি নাই জ্ঞান বিদ্যা
ইজ্জত অভিমান ?
কুলির মতো খাটতে তারা
ভাবে না অপমান ॥

৯৫

মসিজীবি ও বাক্যজীবি
বাঙ্গালী বাবুদের,
বাঙ্গালার বাইরে ছিল যা
উপায় রোজগাবের—

৯৬

চলে যাচ্ছে দেখে, পড়ে
বিষম ভাবনায়।
সতৃষ্ণ নয়নে শেষে
বাংলার দিকে চায়॥

৯৭

দেশের সহিত সম্পর্ক, তা
অনেক আগে গেছে।
ঘর বাড়ী যা ছিল আগে
ভূমিসাৎ হয়েছে॥

৯৮

প্রবাসেতে ধাক্কা খেয়ে
দেশে আস্‌তে চায়।
স্থান না পেয়ে নিরাশ মনে
ফির্‌তে বাধ্য হয়॥

৯৯

অন্নেরও সংস্থান নাহি বাঙ্গালায
নাহি বাস, নাহি ভূমি,
তাদেরই বংশের আমি একজন
বেহারে বাঙ্গালী আমি।

বিশ্ব বিজয়ে ব্যাপৃত আমরা

প্রথম শাখা

১

বিশ্ব বিজয়ে ব্যাপৃত আমরা,
না যদি আমবা ? তবে বল কারা ?
নিসর্গ প্রকৃতি জল বায়ু ধরা
পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত কার ?

২

প্রাণী জগতের প্রাণিগণ মাঝে
উপযোগী যারা মানুষের কাজে,
মানুষের কাছে স্বাধীনতা ত্যজে
মানব কর্ম্মের বহিছে ভার ?

৩

বিদ্যুৎ, বিজলী, আগুন, বাতাস
শক্তিপুঞ্জ, তেজ, পৃথিবী, আকাশ
আমাদের এতে প্রভুত্ব প্রকাশ,
নর জয় বার্ত্তা এরাও ঘোষে ।

৪

এদের ধরিযা নিজ বশে আনা
স্বকার্য্য সাধনে এদের যোজনা
নিত্য নবরূপে কবিছে ঘোষণা
নব অধিকাব নবীন বেশে।

৫

প্রচণ্ড প্রবল বিজলীকে ধরি
ক্ষুদ্রতার মাঝে অববোধ কবি
অরুদ্ধ দশায ও গগন উপরি
কতবিধ কাজ কবি সাধন।

৬

কল কাবখানা, নানা যান পোত
বিজলী ধবিয়া চালাতেছি রথ
আলোকিত কবি ঘর বাড়ী পথ
দাসভাবে বার্ত্তাও করাই বহন।

৭

গজ বাজী উষ্ট্র গর্দ্দভ মহিষ
গাভী বলীবর্দ্দ কুকুর ও মেষ
সকলেই সেবে বিধানে অশেষ
সকলেই সাধে মানব কাজ।

৮

ইঙ্গিতেতে চলে, ইঙ্গিতেতে রয়
প্রাণপণে খাদ্য মানুষে যোগায়
দুগ্ধবতী যারা মানুষে খাওয়ায়
নাহি পায় তার শাবক যারা।

৯

ভূমির কর্ষণ, শস্যের বপন
দ্রব্য সম্ভারের বহন নয়ন
রথ শকটের বাহন বহন
কি কার্য্য সাধন না করে তারা ?

১০

উগ্র তপনের প্রচণ্ড কিরণ
প্রাবৃটের সেই অজস্র বর্ষণ
প্রচণ্ড শিশিরের হিম বরিষণ
সহে সকলেই মানব তরে।

১১

সাহারার চণ্ড তপ্ত মরুদেশ
পৃষ্ঠে লয়ে পণ্য পেয়ে বহু ক্লেশ,
ক্ষুধা ও তৃষ্ণার না দেখায়ে লেশ
ভেদ করে উষ্ট্র কাহার তরে ?

১২

তরু লতা গুল্ম ওষধি নিচয়
খাদ্য ও ঔষধ মানুষে যোগায়
নানা উপাদান এসবেও দেয়
ঘর, বাড়ী, যান, ইন্ধন তরে।

১৩

ভূগর্ভ প্রোথিত ধাতু যত আছে
শিলা শুক্তি শম্বু সমুদ্রের মাঝে
প্রয়োজন যাব মানুষের কাছে
মানুষের কাজ এরাও করে।

১৪

নর আধিপত্য বিজয়েব বাণী
স্থল, বায়ু, জল, বাষ্প, তেজ, প্রাণী
বিজলী, বিদ্যুৎ, আকাশ, অবনী
সকলেই ভাষে, কবে প্রকাশ।

১৫

কিন্তু যে প্রভুতা নিজের উপর
সাধন করেছে, করিছেও নর
বাহ্য জগতের জয় অধিকার
ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম তার সকাশ।

দ্বিতীয় শাখা

১৬

সৃষ্টিকর্ত্তা বিভু ব্রহ্মাণ্ডের পতি
নাহি বুঝি প্রভু কিবা তব মতি
সৃষ্টি মাঝে তব কিবা কার গতি
কেন বা সৃষ্টি কেন বা লয় ?

১৭

অনাদি হয়ে যে আদি প্রকাশিলে
যবে এ সগুণ প্রকৃতি সৃজিলে
গুণ প্রক্রিয়ার ও নিয়ম করিলে
নিসর্গ প্রকৃতি চলিয়ে যায় ।

১৮

যে নিয়ম বলে যোগ বিশ্লেষণ
যাহা হতে হয় উদ্ভব পালন,
সৃষ্টিপুঞ্জ যাতে হয় বিবর্ত্তন
প্রকাশিয়া ভূত মায়া বিকাব

১৯

ধ্বংস বিলোপতা সৃষ্টি বিধি নয়
প্রকৃতির গুণ প্রকৃতিতেই রয়
বস্তুমাত্র যোগ-বিশ্লেষণ-ময়
প্রকৃতি ও ভূত সদা অমর ।

২০

সত্য যদি ভূত নিত্য ও অমর
জীব জীবাকার কেন তবে নর
দুঃখ ও বেদনা কেন সহে নর
মৃত্যু ও জীবন কেন বা ভবে ?

২১

জ্ঞান মন আত্মা বিবেক বিচার
এ সকল তবে কার অধিকার ?
জড় প্রকৃতির এরা কি বিকার,
জ্ঞান ও চিন্তা কি সম্ভবে জড়ে।

২২

সুখ-দুঃখ-ভোগ যাতনার জ্ঞান
কোথা হতে আসে, আসে কি কারণ
প্রাণ ও আত্মার একি বিশেষণ
অথবা সম্ভবে জড়ে ?

তৃতীয় শাখা

২৩

নর বপু প্রভু করিয়া সৃজন
আরোপিয়া তাতে প্রাণ ও জীবন
সঞ্জীপিলে তাহা অর্পিয়া চেতন
অন্য জন্তু সহ রাখিলে তারে।

২৪

শত্রু শ্বাপদের মাঝে সংস্থাপিলে
শ্বাপদের শক্তি কিন্তু নাহি দিলে
নখ দন্ত শৃঙ্গ থড়্গোও বঞ্চিলে
সদা ভীত প্রাণ ও জীবিকা তরে.

২৫

পশু ভাবে থাকি পশু বৃত্তি ধরি
হিংস্র পশু মত আহার্য্য আহরি
ভূগর্ভ বিবরে, গুহা বৃক্ষোপরি
কাটাত জীবন আদিম নর।

২৬

অরণ্যেতে বাস, বনে বিচরণ
পশুদের মত শয়ন ভোজন
স্বার্থ ও জিঘাংসা শ্বাপদ মতন
শ্বাপদেরও হেয় মানুষ ছিল।

২৭

পরিত না বাস ছিল না আবাস
পশুবৃত্তি সদা পশুমত আশ
শ্বাপদেরও ত্যজ্য স্বজাতির মাস
(কিন্তু) নরমাংস নরে লাগিত ভাল।

২৮

আর যত জীব আছে ভূমণ্ডলে
প্রাকৃতিক একই নিয়মেতে চলে
প্রাকৃতিক চেষ্টা ও স্বভাব সকলে
আদি জাতি ভাব এখনও ধরে।

২৯

সে নিয়ম কিন্তু লঙ্ঘিয়া মানব
উন্নতির স্রোতে ত্যজি পূর্ব্বভাব
সচেষ্ট দমিতে পশুবৃত্তি সব,
নহে কি মানব উন্নতি পথে ?

চতুর্থ শাখা

৩০

প্রভু জগদীশ কর নিরীক্ষণ
এবে ভূমিতলে করে বিচরণ,
একি সেই নর ? যাহারে সৃজন
করে রেখেছিলে এ ধরা মাঝে।

৩১

যে নিজ উন্নতি দেখান মানব
নহে কি তার নিজ সাধন এসব,
চেষ্টা, বুদ্ধিবল হতে কি উদ্ভব
করে নি কি নর আপন তেজে ?

৩২

পরস্পব মধ্যে প্রেম ভালবাসা
সামাজিক বিধি বাণিজ্য ব্যবসা
সৌধ, অট্টালিকা, বেশভূষা, ভাষা
রাখে নি কি সব যে যেথা সাজে ?

৩৩

দয়া ও কারুণ্য নৃশংসতা স্থলে
অহিংসা মমতা জিঘাংসা বদলে
সুখ ও সমৃদ্ধি বর্ব্বরতা স্থলে
নহে কি চেষ্টিত লভিতে নর ?

৩৪

লোক শিক্ষা হেতু এসেছিলে যবে
নররূপে ধাতা অবতরি ভবে
স্থল জলগামী যানের অভাবে
যে দূরত্ব পথ রোধিল তোমার ।

৩৫

সে দূরত্ব এবে না রোধে গমন
ভূমি, জল, বায়ু করে পথ দান
বক্ষ গর্ভ ভেদি চলে পোত যান
নররথও এবে ভ্রমিছে দিবে ।

৩৬

ন্যায়, দয়া, সত্য শিক্ষাব বিস্তার
যদি কবিবারে এবে হও অবতার
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিবে সাগব কান্তার
যে যান চাহিবে সকলই পাবে।

৩৭

তাই বলি প্রভু দেখ মনে ভেবে
কি দশায় নরে পাঠাইয়াছিলে ভবে
কি দশায় তারে দেখিতেছ এবে
পূর্ব্ব হতে দীন অদীন কিবা ?

৩৮

মানুষের হাতে যেই মূলধন
দিয়া এ ভুবনে করিলে স্থাপন
তা হতে কি কিছু করেছ অর্জ্জন
সুখ কিম্বা দুঃখ এনেছে ভবে ?

৩৯

বিশ্ব বিজয়ের যে সগর্ব্ব বাণী
বর্ণিতেছে নর সামর্থ্য কাহিনী
কঙ্কে বঙ্কে চিহ্ন বহিছে অবনী
নহে কি নরের স্বকীয় অর্জ্জন ?

পঞ্চম শাখা

৪০

অকৃতজ্ঞ নর, মিথ্যা গর্ব্ব তব
সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাধান্য বিভব
যে বলে সাধন করিলে এ সব
পাওনি কি তাহা সৃজন কালে ?

৪১

সত্য বটে নর সৃজন-কালে
শ্বাপদের বল বপুতে না পেলে,
কিন্তু বিনিময়ে তার যে শক্তি পাইলে
তুচ্ছ কি তা হতে নহে পশুবল ?

৪২

যে অবাধ বুদ্ধি বিবেক পাইলে
নহে কি সে বুদ্ধি বিবেকের ফলে
নর বিশ্বজয়ী সামর্থ্য ও বলে
অভাবে শ্বাপদ পশু ?

৪৩

আত্ম বিজয়ের শ্লাঘার বচন
নাহি মুখে নর এনো কদাচন
পশুবৃত্তি নহে এখনও দমন
বহুকার্য্যে তুমি এখনও পশু।

৪৪

কাম ক্রোধ দ্রোহ স্বার্থ নির্ম্মমতা
পশুদের মত কলহ প্রিয়তা,
পূর্ব্বকার মত এদের বশ্যতা
এখনও তোমার রয়েছে নর।

৪৫

অর্থ সম্পদের ভোগলিপ্সা কাছে
মিথ্যা প্রবঞ্চনা জল্পনা শিখেছে
স্বার্থবৃত্তি আরও প্রবল হয়েছে
পূর্ব্ব সরলতা আছে কি আর ?

৪৬

সত্য করিয়াছ সমাজ গঠন
কিন্তু সে সমাজে থাকে কয়জন ?
স্বার্থপরতা কি, না তার বন্ধন
কলহ কল্লোল বিহীন কি তাহা ?

৪৭

সমাজে সমাজে সম্প্রদায় ভেদে
স্বার্থ অহঙ্কাবে প্রদীপ্ত বিবাদে
সবলের কৃত পড়িয়া বিপদে
অবল যে সে কি করে না হা-হা ?

৪৮

বিশ্ব সমবায়ে সমাজ সৃজন
কবেছ কি বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন,
ঈর্ষা, দ্বেষ, লোভ অন্য নির্য্যাতন
ছেড়েছ কি সব বিজয় স্পৃহা ?

৪৯

এখনও তো সেই মানুষে মানুষে
অবরুদ্ধ আছে কলহের ফাঁসে
মানুষও কাতর মানুষের ত্রাসে
রক্ষিতে জীবন ধন ?

৫০

সত্য বটে নর করেছ গঠন
সৌধ অট্টালিকা বাসের কারণ
নানা বেশ ভূষা, নানা আয়োজনে
ভোগ বিলাসের তরে ।

৫১

সত্য করিয়াছ বাণিজ্য স্থাপন
সভ্য জগতের নিত্য প্রয়োজন,
লক্ষ্য কি তার শুধু ধনার্জ্জন
পরদুঃখ ক্লেশ রাখে কি মনে ?

৫২

অর্জ্জনেব বীতি ছিল আগে বলে
উপার্জ্জন এবে কলে কৌশলে
নহে কি অর্জ্জন বৈষম্যের ফলে
কোটীপতি এক, কোটী ভিখারী ?

৫৩

ব্যবসা বাণিজ্য সম্পদের পথ
পোত শকটাদি বহুযান রথ
দূরত্ব যাহাতে নাহি রোধে পথ
এ সবও কবেছ উল্লাসভরে।

৫৪

কিন্তু সাধন এসব যে বুদ্ধির বলে
সে অবাধ বুদ্ধি কার কাছে পেলে
উপাদান ও সব কে তোমায় দিলে
একবার মনে ভাব।

৫৫

সুখ বিলাসের সামগ্রী সম্ভাব
প্রস্তুতে যাহাবা খেটে খেটে সার
কয় জন পায় সম্পূর্ণ আহার,
যা হতে প্রস্তুত তার।

৫৬

ভোগ বিলাসের উন্মত্ততাভরে
ধনী ও বিলাসী দম্ভ অহঙ্কারে
দরিদ্রতা ক্লিষ্ট দুর্ভাগা অন্তরে
ঢালে না কি ঘৃণা তাচ্ছিল্য বিষ ?

৫৭

সভ্যতা উন্নতির মূল শিক্ষা তব
নহে কি অর্জ্জন সম্পদ বিভব
অর্থহীন হলে নহে কি মান
সমাজে তোমার হেয়।

৫৮

যে দয়া করুণা অহিংসা মমতা
স্থাপনের তব সগর্ব্ব বারতা
সত্য কি এ সব দয়া অহিংসতা,
ক'জনের মনে প্রিয়।

৫৯

লক্ষ লক্ষ জীব বধ অনুক্ষণ
করিবারে নিজ উদর পূরণ
দেবতা ও ঈশের নামেও হনন
করিছ নিত্য কত।

৬০

ক্রীড়া সুখ হেতু শিকাবেতে ধাও
জীব বধি তাহে বহু সুখ পাও
বধব্রতে বণ নির্য্যাতনে ধাও—
আদিম নরের মত।

৬১

অকৃতজ্ঞ নব প্রগল্‌ভ চীৎকাব
বিশ্ববিজয়ের নাহি সাজে তাব
বিশ্ব রহস্যেব কণামাত্র যাব
এখনও তো নহে জ্ঞাত।

৺পুরীধামে জনৈক ভদ্রলোকের আগ্রহে লিখিত।

১

মন্দিব তব নীল অচল
প্রক্ষালিছে নীর নীল সচল
অচল সচল সমাবেশ স্থল
কি শিক্ষা ইহাতে হবে ?
চলের সনে অচল মিলিয়ে
কি শিক্ষা দিতেছে নবে ?

২

অনন্ত বিশ্ব মন্দির যার
অগণ্য জ্যোতিষ্ক তাবকা হার
চন্দ্র ও সূর্য্য খচিত যাব
ছড়া উঠেছে অনন্ত পথে
অসীম আকাশ পরে।

৩

হস্ত পরিমিত গড়ি আবাস
রাখিবে তোমারে এই মনে আশ
অবোধ মানুষ করে আয়াস
অসীমে রাখিতে সসীমে ঘেরি।

৪

বিপুল বিশ্বে সহাস আস্যে
প্রত্যেকের কাছে স্থিতি
তথাপি হে বিভু, বিদেহ
স্পর্শ না নয়ন শ্রুতি।

৫

কাঁদিয়া ভক্ত ডাকিল
ভক্তিসিক্ত অশ্রু ফেলিল
কি উপায়ে তাঁরে পাবে দেখিবারে
আকাঙ্ক্ষাতে মন পূরিল।

৬

ভক্ত আবাহন করুণ রোদন
বিভু আত্মা মাঝে পশিল
ভক্তে দেখা দিতে আকাঙ্ক্ষা পূরাতে
করুণায় মন দ্রবিল।

৭

হরিতে ভক্তের ক্লেশ
হইল বিভু আদেশ
গঠি রূপ কর অভিষেক।

আমাকে পাইবে নিত্য করিলাম এই সত্য
ভক্তি বলে ছাড়িযা বিবেক
যে ভাবে চাহিবে সেই ভাবে পাবে
অরূপীর রূপ দেখিবে।

৮

অরূপীর রূপ হইল গঠন
নির্ম্মিত হইল মন্দিব ভবন
অসীম সসীমে হইল স্থাপন
ভক্ত নিজ ইষ্ট দেখিল।

৯

অচল ভক্তিকে সচল মন
কিরূপে নিয়ত করে তাড়ন
পুবীধামে তার নিত্য নিদর্শন
যেথা ঊর্ম্মিরাশিব আঘাতে বেলা।

১০

পুর বহু আছে এধরার মাঝে
পরিপূর্ণ তাহা মানব সমাজে
পুরী কিন্তু এক, যেথায় বিরাজে
ভক্তে দেখা দিতে পুরুষ প্রধান।

পুরী, ১৯৩৫

না বুঝি সংসার খেলা।

১

সেই ত ব্রহ্মাণ্ড ববি শশী তাবা
অভ্রভেদী মেরু, জল বায়ু ধরা
তরুলতাগুল্ম নদীস্রোত ধারা
আলো অন্ধকার ছায়া।

কৃমি কীট পশু খেচর ভূচর
করী হরি ব্যাঘ্র মৃগ শাখাচর
স্থলজলবাসী দেব দৈত্য নর
নানা জাতি, নানা কায়া

৩

সেই ববি শশী নিতি আসে যায়
হেসে হেসে এসে ভুবন ভুলায়
বলে হাসিপ্রভা জগত জুড়ায়
প্রফুল্ল উৎসাহ ভরা।

৪

ক্রিয়া শেষে যবে ফিরে চলে যায়
ফুল্ল হাসিমুখ বিষাদে লুকায়
বিদায় বিমর্ষে জগত জুড়ায়
দুঃখ অন্ধকার ভরা।

৫

তরু লতা গুল্মও আসিবার কালে
সুচিকণ বপু ধবে সে সকলে
জীবনেব বস শেষেতে শুকালে
জীর্ণ শীর্ণ হয়ে চলে যায়।

৬

জীব জন্তু সবাই হাসি হেসে আসে
মধুব আহ্লাদে জীবনে প্রবেশে
বিমর্ষ বিশীর্ণ চলে অবশেষে
হাসিবাব ভাব নবীনে দেয়

৭

যত জীব জন্তু এ ধবায় আসে
কেহ না প্রবেশে ক্রন্দনেব ভাষে
কেবলই মানুষ এ ধবা প্রবেশে
ক্রন্দনের রব কবে।

৮

ক্রন্দনে জনম, ক্রন্দনে পালন
ক্রন্দনেই শিশু সাধে প্রয়োজন
বাল যুবা প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য যখন
ক্রন্দন ছাড়ে না তারে।

৯

জীবন ব্যাপাবে ব্যাপৃত যখন
তখন ত সেই অজস্র ক্রন্দন—
হাসিব জীবন বল কয় জন
এ ধবা মাঝাবে ধবে।

১০

ঈর্ষা দ্বেষ দ্রোহ লোভ অভিমান
দম্ভ অহঙ্কাব তাচ্ছিল্যেব ভান
ব্যাধি নির্ম্মমতা, অন্য নির্য্যাতন
নিত্য এ অনিত্য তবে।

১১

এ সবার নবে কিবা প্রয়োজন
কেন পূর্ণ এতে মানুষেব মন
কেন বা মানুষ এদেব সাধন
কেন কবে এত নিত্য ?

১২

জীব জগতের কেন এ বিধান
এক কেন অন্যেব ভক্ষ্য উপাদান
জীবিকাব তরে জীবন হনন
ফলে এ বিষম সত্য ?

১৩

ধর্ম্ম সম্প্রদায় যত হেথা আছে
সকলেই বলে তোমারে জেনেছে
সত্ত্বা উপদেশও তোমার পেয়েছে
তোমারই আজ্ঞা প্রচারে।

১৪

যথার্থই যদি জানিয়াছে সবে
এ বিষম ধর্ম্ম দ্বেষ কেন তবে
তোমারে লইয়া অত্যাচার ভবে
কেন বা নিত্য কবে ?

১৫

কেন এ বিষম কাণ্ড
কেন শূদ্র মুনি হাবাইল তুণ্ড
ধার্ম্মিকের দেহে কেন অগ্নিকাণ্ড
ধর্ম্ম প্রচার বা অসি
এ সব কি খেলা বা হাসি ?

১৬

তথাপিও কেন এ ওরে কাঁদায়
একের আনন্দে অন্যে ক্লেশ পায়
অপরের দুঃখে সুখে মগ্ন হয়
কেন এ সংসার খেলা ?

১৭

প্রভু জগদীশ ! অজানা তোমায়
কত দুঃখ নর সর্ব্বদা জানায়
প্রসন্ন রাখিতে কত স্তুতি গায়
দ্বিপ্রহর সন্ধ্যা বেলা।

১৮

কেন কান্দে লোক, কেন বা কাঁদায়
অপরে কান্দায়ে কেন সুখ পায়
অপরের সুখে কেন ঈর্ষা হয় :
এ বিষম রীতি কেন ?

১৯

স্বার্থপর নর, স্বার্থপর ধরা
মানুষের মন নিজ স্বার্থ ভরা
সুখ অন্বেষণে দুঃখের পশার
নিয়ত করে বহন।

০

নর চিত্ত মাঝে প্রতিষ্ঠিত আছে
সুখ দুঃখ কর্ম্মশালা
সুখ দুঃখ দুই-ই হয় নিয়তই
যাহার যখন পালা।

২১

যেথা সিংহাসন সুখেব আসন
দুঃখেরও আবাস সেথা
সুখ উদ্‌যাপন দুঃখ হুতাশন
সিংহাসন ও চিতা সেথা।

২২

কর্ম্মশালা এক
চালক বিবেক
উপাদান ভেদে চলা
প্রভু! এই কি সংসাব খেলা?

কলিকাতা ঠনঠনের কালীবাড়ীর কালীমূর্ত্তির কাপড়পরা দর্শনে।

(কবির সুর)

ওগো শ্যামা, মা তুমি সভ্য হয়েছ
ল্যাংটা ছিলে এখন দেখি
কাপড় পবেছ।
ঠন্‌ঠনেতে যখন এলে
তখন তুমি কালী ছিলে
আদ্যাশক্তি বলে তোমায় পূজতো সকলে।
সেই রূপেরই ধ্যান ধাবণা
মনেতে সেইরূপ ভাবনা
যে রূপেতে দস্যু নাশি
শান্তি দিয়েছিলে।
মাগো, তোমাব যে রূপকে লোক কালী বলে,
সে ত নয় রূপ আসলে
বিশ্ব শক্তি একই রূপ কি
ধবে সব কালে।

চণ্ডিকা

মহিষাসুরের বলদর্পে দেবতাবা ক্লিষ্ট যবে
দুর্গারূপে শান্তি দিলে তবে
আবার জীবের প্রাণ রক্ষা কর্ত্তে
ভুক্ষিতেরে অন্ন দিতে
অন্নপূর্ণা রূপ ধরেছিলে।
নগ্নটাতো উঠে গেছে
ল্যাংটা থাকা নাই
ল্যাংটা থাকা বদ্‌খদ্ দেখায়
কাপড় পরা চাই।
ইংরেজের আইনেতেও
ল্যাংটা থাকা মানা
ল্যাংটা দেখলে ধরে নে যায়
করে জরিমানা।
তাই বুঝি মা, কাপড় দিয়ে
দিয়েছ গা ঢাকা
সকল দিকই রক্ষা হ'ল
বিবেচনা পাকা।
কিম্বা প্রকৃতির সেই আদ্যাশক্তি
নগ্নতা যার ভাব
নগ্ন থাকা যখন ছিল
মানুষের স্বভাব।

বদলে গেছে সে সব এখন
সভ্যতা প্রভাবে
সহরেও নাইকো সে ভাব
আদি শক্তির এবে
সে কারণে কিম্বা ছেলে
বড হয়েছে বলে
কাপড় একখানা পরে নিচে
লজ্জা হচ্ছে বলে।

নূতন একরকম

সূচনা

সম্পাদক-পাঠক সংবাদ ।

হ্যারিসন বোডের ট্রামে
উঠলো দুজন লোক ।
কাছাকাছি বয়েস দুইয়ের
দেখতেও যুবক ॥
কথায় কথায় প্রকাশ হলো
দুজনের একজন
মাসিক পত্রের সম্পাদক
পাঠক অন্যজন ॥
কথার ছলে সম্পাদককে
পাঠক মহাশয়
বলে, তোমার কাগজখানায়
বৃথা আমার ব্যয় ॥
লেখা পড়া যাহা কিছু
সবই এক ঘেয়ে ।
তবে নিদ্রাটাকে ডেকে দেয়
ছুঁলে বিছানায় শুয়ে ॥
রাজনীতি আর ধর্ম্মনীতি
এই দুটো নীতি নিয়ে

বাদবাক্য লেখা পড়ায়
দেশটা গেছে ছেয়ে ॥
রাজনীতির কথাগুলো
একঘেয়েও হলে—
আজ কালের ফ্যাসনের মত
হালে সেটা চলে ॥
ধর্ম্মনীতির নূতন একটাও
হয় না কিন্তু গড়া।
ধরেন সামনে সাবেকের সেই
মরা পচা সড়া ॥
সম্পাদক বলেন ওগো
পাঠক মহাশয়।
এক ঘেয়ে যে কারে বলে
বুঝে ওঠা দায় ॥
পাঠক বলেন ও মহাশয়
ঘা থেকে এক ঘেয়ে।
এক সুর গেয়ে যে পয়সাটা আন
সেইটা এক ঘেয়ে ॥
এই বলে পাঠক মশাই
সম্পাদকের ঘাড়ে।
মুষ্টি দৃঢ় করে ঘা
দিলেন সজোরে ॥

পয়সা নেওয়ার প্রতিঘাত
এই রকম হলে।
একঘেয়েটা বদলে যায়
সুরও যায় বদলে॥
লেখক বলেন শিক্ষা পেলুম
আপনার প্রসাদে।
ধর্ম্মনীতির নূতন খাতা
লিখব মনের সাধে॥
পরের সংখ্যা পত্রিকাটায়
বেরুল নীচের লেখা।
ধন্য ধন্য করে লোক
নূতন ধর্ম্ম শেখা॥

নবধর্ম্ম বিজ্ঞান

দুনিয়াটার মালিক যিনি --
যাঁর তাঁবে বাস করে,
নানান ভাবে লোক গুলোকে
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মারে ॥
কারোকে দেন অনেক মজা
কারোকে তখলিফ্ ।
খাবার না দিয়ে কারোয়
বানিযে দেন চোর থিফ্ ॥
কারোকে মোটর চড়িয়ে
বাতাস খাওয়ান ।
(আর) কারোকে নীচে ফেলে
প্রাণটা কেড়ে ন্যান্ ॥
সেই মহাজন যাঁর
কারচুপি এ সব ।
লুকিয়ে লুকিয়ে করেন কাজ
পাকড়ান দুর্লভ ॥
ধরা পড়লে কৈফিয়ত চাইবে
মুস্কিলও তা দেওয়া !
এক্সপ্ল্যানেশন মুস্কিল, তাই
স্থির লুকিয়ে রওয়া ॥

কতকগুলো খোসামুদে
দোষ না দেখে তাঁর,
কেবল বলে মানুষ গুলো
পাপী দুরাচার ॥
মানুষ যে সব দুঃখ তখলিফ্
ভোগে দুনিয়ায়,
সবই নিজের কর্ম্মদোষে
বলে মানুষ পায় ॥
খোদা যিনি গড্ যিনি
ব্রহ্ম ভগবান।
দয়া অনুকম্পাপূর্ণ
রহীম রহমান ॥
আরও বলে তাঁর কাছে
সবই সমান।
বড় ছোট ধনী দীন
নাহি ভেদ জ্ঞান ॥
বুঝলুম দয়াল হলেও তিনি
কর্ম্মফল দেন।
ভাল কাজের বুদ্ধিটা দিয়ে
দয়া না দেখান ॥
এই যে এত ভজন পূজন
স্তব ও বন্দনা,

প্রেয়ার নেমাজ আদি
কত আরাধনা ॥
সকলই ত ভরা শুধু
তোষামোদের কথা,
ভুল বুঝিয়ে নেওয়া সেটা
একি ভাল প্রথা ॥
খোষামোদ করবারও
ফাঁদ ফন্দি অশেষ ।
কারোর ফাঁদ লোভ লালসা,
কারোর দুঃখ ক্লেশ ॥
ভগবানের কাছেও যদি
খোসামোদ চলে ।
নিন্দা কেন করে লোকের
খোসামুদে বলে ॥
তাই হে দুনিয়ার মালিক
বার কর পরোয়ানা,
এখন থেকে খোসামোদের
স্তব স্তুতি মানা ॥
স্বার্থসিদ্ধি মামলা জেতার
পূজো সিন্নি মানা ।
এ সকল যায় না শোনা
একেবারে মানা ॥

ক্ষমা কববেন আর একটা
বিশেষ নিবেদন।
গণ্ডগোল দুনিয়ায় অনেক
তোমারই কারণ॥
নানান রকম রূপ বানিয়ে
দুনিয়ার মাঝে এসে,
পূজো নেবার আশায় থাকেন
মন্দিবেতে বসে॥
কারোর বা মনে ভাব লাগিয়ে
রূপটা তোমার নাই
রূপটা না থাকলেও কিন্তু
খোসামোদটা চাই॥
তাদেরও ত ছাড়ান দেন না
নাছোডবান্দা হয়ে।
ভজনটা করিয়ে নেও
(একটা) আলয় বানিয়ে নিয়ে
গণ্ডগোলের এই পর্য্যন্ত
রাখতেন যদি সীমা
দুনিয়াটাতে শান্তি থাকতো
থাকতোও মহিমা
খুন খারাপি রক্তারক্তি
এই যে তোমায় নিয়ে,

চয়নিকা

দেখতে কি এ সব কাণ্ড
পাওনা চক্ষু দিয়ে ?
কি বলব আর বলতে চাই না
তুমি ভগবান।
তোমাব কাছে সকলেবই
হওয়া চাই সমান ॥
তাই হে হরি পাঠিয়ে দাও একটা
আর্জ্জেণ্ট পবোয়ানা
তোমায় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ
করা একদম মানা
না যদি কেউ মানে তোমাব
এই হুকুম নামা।
কারণ কৈফিয়ত শোনা যাবে না
নাইকো মাফ ক্ষমা ॥
এখন বলুন নূতন রকম
এনেছি কি কথা ?
উঠিয়ে দিয়ে এখন থেকে
আগের চলন প্রথা ॥
জয় পুরুষোত্তম, জয় ভগবান !
পুরীধামের হাওয়ার গুণে হয়েছে দিব্যজ্ঞান ॥

পুরী, সেপ্টেম্বর, ১৯২৫।

ঠনঠনে----কালীতলা

প্রথম-স্তুতি

আদ্যা শক্তি, মা গো, প্রকৃতিরূপিনি
শঙ্করহৃদয় বাসিনি।
দুর্ব্বৃত্ত দানবে নাশি শান্তি দাত্রী
শ্যামা মা শান্তিদায়িনী।

সর্ব্বক্লেশহরা, অনুকম্পা ভরা
মাগো, মা, দুঃখহারিনি।
বলং দেহি পরিত্রাহি
দুঃখদনুজ নাশিনি।

শোক ক্লেশে কেন, সদা জর্জ্জরিত
তব অধিকারে এত,
বিরাগী ভোলার সংসর্গ ফলে কি
মাতৃস্নেহে বিস্মরিত ?
ওগো ভোলানাথ ঘরনি।

দ্বিতীয়—চোরাবাগান—শান্তি

চোরের বাগান দুষ্কৃতের স্থান
ছিল আগে এইস্থানে।
আবির্ভাবি শ্যামা, শান্তি দিয়েছেন
দুর্ব্বৃত্ততা প্রশমনে॥

চোবের বাগান, তস্কর উদ্যান
এই নামে খ্যাত স্থান।
দুষ্টবৃত্তি চোর, অত্যাচাবী ঘোর
করে হেথা অবস্থান॥

লুণ্ঠন পীডন, হনন, হরণ
দুর্ব্বৃত্ততা—সখা-সাথী।
করে অভিনয় বিবিধ বিধানে
নাহি ধরে শঙ্কা ভীতি॥

আক্লিষ্ট পথিক, অধিবাসী সব
প্রপীড়িত অত্যাচারে।
দনুজ-দমনী শ্যামা মা'কে ডাকে
আকুল উদ্বেগ ভরে॥

আতুর ক্রন্দন আর্ত্ত আবেদন
পৌঁছিল দেবীসদন।
দুর্ব্বৃত্ত দমিতে ক্লেশ নিবারিতে
হইল দেবীর মন॥
আসিলেন দেবী অলক্ষিত ভাবে
সহ বহু নিজগণ।
কেহ না দেখিল, কেহ না জানিল
সেই শুভ আগমন॥
দস্যুদের মাঝে পশি দেবীগণ
নানারূপ শাস্তি দেয়।
চুরির উদ্দেশে যখনি বেরোয়
দেবীগণ দেখা পায়॥
কারও ভাঙ্গে মাথা কারও ভাঙ্গে ঘাড়
কারওবা ভাঙ্গে কোমর।
হাত পাও ভাঙ্গে গদার প্রহারে
সর্ব্ব অঙ্গে ব্যথা ঘোর॥
কেহ দেখে মুখ বিকট ব্যাদান
বিকট দশন ভরা।
দন্ত কড়মড়ি সম্মুখেতে আসে
গ্রাস করিবার চারা॥

নাহি দেখে কিছু কোথা হতে পড়ে
সর্ব্বদেহে টিপ ঢাপ।
বিষম যন্ত্রণা বিষম আঘাত
চীৎকার বাপ বাপ॥
দৈবের ঘটন ভাবিয়া তখন
চোরেরা করে বিচার।
পালাও সকলে ছেড়ে এই স্থান
নিস্তার নাহিক আর॥

ঠনঠনে নামের উৎপত্তি

আতুরে রক্ষিত দমিতে দুর্ব্বৃত্ত
আসিতেন দেবী হেথা।
মর মানবের চক্ষু অগোচর
গোপন ছিল সে কথা॥
শিবের বাহন করে আরোহণ
দেবী আগমন হেথা হ'ত।
নন্দী বৃষভের গলঘণ্টা রব
আকাশেতে শোনা যেত॥

ঘণ্টা নাই দেখে ঘণ্টায় রব শোনে
শুধু শোনে ঠন ঠন।
ঠন ঠন ঠন মধুর স্বনন
হরিল লোকের মন॥

নাহি দেখে কিছু বুঝিতে না পারে
কোথা হতে রব আসে।
অবাক হইয়া দেখে আকাশ পানে
কিছু না দেখে আকাশে॥

ঠন ঠন ঠন ফের ঠন ঠন
ঠন ঠন অবিরাম।
কোনও দেবকীর্ত্তি ভাবি মনে শেষে
যায় কালীঘাট ধাম॥

একাগ্র মনেতে ধন্যা দিয়া সেথা
মন্দিরেতে পড়ে রয়।
দেবী আগমন ঠনঠনের কারণ
স্বপ্নযোগে শেষে পায়॥

যে যে স্থানে ঠন ঠন নাদ শোনা যেত।
ঠনঠনে নামে তাহা হ'ল অভিহিত॥

সে অবধি এ স্থানেব নাম ঠনঠনে।
দেবপূজ্য স্থান ইহা পবিত্র ভুবনে॥
এ স্থানেব অধিবাসী প্রিয় শ্যামা মার।
যদিও শিকার কর্ত্তে আসতেন মাব॥

ঠনঠনে কালীতলায় কালীবাড়ী

সন্ন্যাসী ভকত দেবী পদাশ্রিত
ধ্যানেতে জানিল কথা।
বিশ্বমাতা শ্যামার প্রিয় এই স্থান
আসেনও সর্ব্বদা হেথা॥

আসি একদিন স্থাপিযা আসন
হল ধ্যানে যোগাশ্রিত।
আবেদনে তার বিশ্বশক্তি মার
মূর্ত্তি হল প্রকটিত॥

শঙ্কর নামধৃত ঘোষবংশ সম্ভূত
শ্যামামূর্ত্তি আরাধনা যার।
সন্ন্যাসী সদনে আসে দরশনে
ইষ্ট নিজ দেবতার॥

ঈশ দরশনে আনন্দে বিভোর
হইল শঙ্কর ঘোষ।
দেউল গড়িয়া সে মূর্ত্তি স্থাপিয়া
লভে ভক্তি পরিতোষ॥
ভক্তিতে বিভোর ঘোষজ শঙ্কর
হৃদয়ের দিকে চায়।
সেখানেও সেই কালীমূর্ত্তি এই
বিরাজে দেখিতে পায়॥

দেউল উপর ঘোষজ শঙ্কর
নিখিল উল্লাসে মজে।

"শঙ্করের হৃদয় মাঝে শ্রীশ্রী৺কালী বিরাজে"।
মিথ্যা নয় এই বাক্য শঙ্করেরই সাজে॥
ঘোষ শঙ্করেরও হৃদে কালী বিরাজে॥

ধন্য টনঠনেবাসী ধন্য তোমরা সবে।
জগন্মাতার প্রিয় হও তোমরাই ভবে॥

দুনিয়াদারী

রাম ন করে লছমন করে
করে হনুমান
নীবলকো বলী সতাওয়ে
ইহাহ ভগবান
বড়ে হোকর বড়পন দেখাওয়ে
নীচে দৃষ্টি ন যায়
কারিন্দাকা করনি চলে
কো কহে যায় বেজায়
বিপুলকায় হাথী দাঁতী
মাহুত ক্ষুদ্রকায়
পিঠ পর আপনে চড়াকে
অঙ্কুশ তাড়না খায়
বলমে আপনা বড়া মহান
তোড়ে গাছ ডার
ফিনমান কা হুকুম বজাওয়ে
খেয়াল শক্তি অপার
এহি হয় কেয়া হো ভগবান
এহি তেরা বিধান
হিকমতসে দাস বনাওয়ে
অন্ধা গজ সমান

এহি হয় কেয়া বিধান তেরা
ইয়াহ ভগবান
এক দূসবেকো দাস বনকর
কাহে সহে তাড়ন ॥
আগ সবিখে মাম উপর
আগ সরিখে বাহ
পাল্কী ঢোকর চলে কাহারন
ভিতর শুতল সাহ ॥
পাল্কী ভিতর গদ্দী তাকিয়া
শুতে সওয়াব শেঠ
কাঁধা পর ঢোয়ে কাহারন
ভরনে আপনা পেট ॥
মিছরি, মাখন, লাড্ডু, জিলেবি
শেঠ খাকর চলে
শুখা চানা চিবানেকো ভি
কাহারনকো ন মিলে ।
ও ভগবান :—
অপার অবুঝ লীলা তেরা
করযোড় কহে দাস যোগীন্দর
দুনিয়াত দাসমে ভরা
একো নাহি তুহার ।

মায়াকা খেল

মন ও মায়া মিলকর,
খেলে বহুতরি খেল।
মন রাখে মায়াকি সাথ
সদা সাপট মেল॥
মায়া চলাওয়ে মনকো
মায়া সবসে বলবান।
মায়াকে যো বশমে লাওয়ে
সেই হয় প্রধান॥
মোহ মায়াকা সহায় প্রধান
মনকো বশমে লাওয়ে।
কম আসলকো আসল দেখাকর
জগৎ সংসার ভুলাওয়ে॥
ধনী, মানী, পণ্ডিত, জ্ঞানী,
বহে ধরমকি ভার।
মোহসে অন্ধা দেখ ন সকে,
ভুলে আসল বিচার॥
মায়াকি ধান্ধা দেখকর
রোকর কহে দাস যোগীন্দর।
কাঁহা যায় কাহা মিলে,
ঢোঁড়ত জগত সমুন্দর॥

লড়াই

হাম কোন হিকমত করে,
হিন্দু মুসলমান ভাই লড়তে লড়তে মরে ॥
একহি জগহমে বসে দুনো,
সহোদর দিন রাত।
তওভি কাহে লড়াই ঝগড়া,
সমঝমে ন আওয়ে বাত ॥

খেয়াল কিয়া এইসা
বাধ দে এককো দুসরে সাথ।
মারপিট ন হোনে পাওয়ে
ন চলাওয়ে এক উপর দুসরেকে হাত ॥

কাচ্ছাসে কাচ্ছা বাধকর,
করদে দোকো এক।
পিঠ পর পিঠ মিলা রহে,
না হোয় আঁকসে দেখ ॥

পিছে পিছে গিরা লাগাকে,
করদে দোকো এক।
এক দুসরেকো ছোড় ন সকে,
নহি হোয় বাতকা টেক ॥
আপশোর আপশোষ বড়ি আপশোষ,
বাধনে যাকে দেখা।

এককো ত মিলা কাচ্ছা
দুসরা হাসকর তাকা ॥

ইসমেভি ন দুই কামি যাবি
আপশোষ মে দিল ভরা।
টীক ও দাড়ী দোনো ন মিলা
ন লগামকে গিরা।

থাকে থকে, কহে ফকিরা,
শুন ভাইযা সব
ঝগড়া ন হোকর ভ্যালা নহি হুয়,
করণী হারকো নহি লাব।

ঝগড়া, লড়াই করনে কবল,
দীনমে শোঁচো বাত।
ঝগড়া কেয়া নফা কিসকো,
আওর করো কিসকে সাথ ॥

চিল্লা, চিল্লাকর ফের কহে ফকিরা
শুন ভাই হিন্দু মুসলেম।
সবসে বড়া হোগা দয়াল
বাখনা দীল রহীম ॥

ইযেভি বাত শুনো মেরা,
চে হিন্দু চে মুসলেম।
জান লেনা মনা মজহবি
মনা খোদা রহী ॥

ভারতের পুরীধাম

ভারতভূমি সাতটা পুরী
বলেন কবি সাহেব
তার মধ্যে একটা কাশী
থাকেন শিবদেব।
কাঞ্চী অবন্তিকা নামে
আর যে দুইটা পুরী
বড়বাজার রাজধানী তাই
নাম হয়েছিল ভারী।
অযোধ্যা মথুরা আর দ্বারাবতী
শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরবেতে হলো প্রভাবতী।
মায়াপুরী নামটা ধরে
বাকী থাকলো যেটা
খোঁজ খবরতো যায় না পাওয়া
নামটা কেন মোটা।
অযোধ্যা মথুরা দ্বারাবতী আর
শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণরূপে হয়ে অবতার।

বিষ্ণুদেব বাড়িয়ে দিলেন এ তিনের মান
লোকের কাছে হয়ে দাঁড়ালো এক একটা বড় তীর্থস্থান।
ক্ষত্রকুলে জন্ম নিযে শ্রীরাম শ্রীকেষ্ট
মাংসটা তাদের মুখে লাগতো বেশ মিষ্ট।
কিন্তু আজব কথা একালে সেবক তাঁদের যারা
মাছ মাংস দুটোকেই অখাদ্য বলেন তাঁরা।
বনবাস কালে শ্রীরাম শ্রীসীতা ও লক্ষ্মণ
বন্য কুক্কুটের মাংস করিতেন ভক্ষণ।
এই বলে রামেশ্বরের পাণ্ডা সেবকগণ
দেবতুষ্টি হেতু ভোগ করেন অর্পণ।
অবতারের হল পুরী হ'ল তীর্থস্থান
আসলের নাইকো পুরী নাইকো সে সম্মান।
এইটে ভেবে বিষ্ণুদেব করলেন মন স্থির
নিজের নামে করবেন পুরী থাকবেও মন্দির
সাগরের নীল জলের ধারে নীল পর্ব্বত উপরে
স্থাপন হলো নূতন পুরী নীলমাধব বাস তরে।
নীল রং ধরেন বিষ্ণু জগন্নাথ প্রভু
নীলে নীল মিশিয়ে তাই এলেন হেথা বিভু
মাছ মাংস খাবার মানা উঠিয়ে দিলেন হেথা
অবাধভাবে ওসব জিনিষ খাবার হলো প্রথা।
পাণ্ডাগুলো বদলালো কিন্তু প্রভুর বিল অফ্ কেয়ার
ভোগের ডিশে না আছে মীট না আছে ক্যাভেয়ার।

চয়নিকা

মহাপ্রভুর প্রসাদ শুধু নিরামিষের ঠেলা
দেখতে পাওয়া যায় না একটাও চিংড়িমাছের খোলা।
Chop cutlet curry খাবার খুলেছে দোকান
কারও নাম হোটেল আর কারও বা রেষ্টোরাঁ।
ধন্য পুরুষোত্তম ধন্য তোমার নাম
Liberal views এর জন্য এই তোমার ধাম।
অযোধ্যা ও বৃন্দাবন কিংবা হরিদ্বার
মাছ মাংসের নাম করলে দেয় বিষম মার।
জগন্নাথের নিজের ধাম জগন্নাথ পুরী
খাবার বিষয় পাণ্ডাদের নাইকো জারি জুরী।
চপ্ কট্‌লেট কোর্ম্মা কাবাব পেটটা ভরে খেয়ে
মুখটা মুছে মন্দিরেতে দর্শন কর গিয়ে।
মহাপ্রভুর Kitchen টার বাঁচধরণ বদলান
ভোগের জন্য diner table cloth দিয়ে সাজান।
up to date খাবার দিয়ে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া
আজকালের চাল চলনে দরকার এসব হওয়া।
এসব হলে আজকালের পুরীর ভিজিটর
আরও ধন্য ধন্য করবে সহাস অন্তর।
তাই হে প্রভু পাণ্ডাদের পাঠিয়ে দাও পরোয়ানা
যেন আসছে পূজার সীজন্ কালে সব হয় ঠিকানা।